SEM 5 G STUDY MATERIAL

প্রঃ পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাধারার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর.২/৫

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাধারার মুখ্য বৈশিষ্ট্য-

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাধারার মুখ্য আলোচ্য বিষয় হল রাষ্ট্র ও তার সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলি।রাজনীতি সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলাপ-আলচনা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তায় পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ বা নৈ্তিক ও ধর্মীয় ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল না।

প্রকৃ্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তাবিদদের জিজ্ঞাসু ও সংশয়বাদী দৃষ্টি রাজনীতি বিজ্ঞানের বিকাশে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

গ্রিস ও রোম ছিল পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা চর্চার চারণক্ষেত্র।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দার্শনিক চিন্তা, প্রাচীন গ্রিসের নির্বিকারবাদী দর্শন, রমান আইনবিদদের বিজ্ঞ বিশ্লেষণ থেকে যে রাষ্ট্রচিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, তাতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ও মনীষীরা।

উদারনৈ্তিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাধারা যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে, গনতান্ত্রিক মুল্যবোধ ও বিচারধারাকে প্রতিষ্ঠা করেছে, বৈপ্লবিক আদর্শ ও ধ্যানধারণার প্রচার করেছে।